প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

অফিস আদেশ

নং-৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.৭০.০০৪.১৭-২১৬০ তারিখঃ ২৩.০৯.২০১৯

যেহেতু আপনি, জনাব এইচ.এম বদরুদ্দৌজা, (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত), প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পিতা মৃত মোঃ নিজাম উদ্দিন, মাতাঃ মিসেস দিনারা বেগম, স্থায়ী ঠিকানাঃ তবলছড়ি, ওয়াবদা কলোনি, ওয়ার্ড নং ৪, ডাকঘরঃ রাঙ্গামাটি, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলাঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসদাচরণের ও অর্থ আত্মসাতের দায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর ৪০ (ক) (খ) ও (চ) বিধির অপরাধ করেছেন। উক্ত অপরাধের দায়ে বিভাগীয় মামলা (বিভাগীয় মোকদ্দমা নং-০৪/২০১৭) গত ২৪.১০.২০১৭ তারিখে চালু করে অত্র ব্যাংকের ২৭.১১.২০১৭ তারিখের ৪৯.০৩.০৯৯৯.০২.০৮৩.২০১৭-৭৬৫ সংখ্যক স্মারক মুলে আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর ব্যাংক কর্তৃক উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য অত্র ব্যাংকের গত ০৩.০১.২০১৮ তারিখের ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.০৮৩.২০১৭-৮৬৯ সংখ্যক স্মারকের আদেশ মোতাবেক অত্র ব্যাংকের এসপিও জনাব মোঃ আব্দুল করিম সরকার-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি শাখায় সরেজমিনে শুনানি গ্রহণপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনিত নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে।

০১। শাখার অধিক্ষেত্র বহির্ভূত ঋণ বিতরন সংক্রান্ত অনিয়মঃ

অত্র ব্যাংকের চট্টগ্রাম শাখার কার্যক্রম ২৫.০১.২০১২ তারিখ এবং রাঙামাটি শাখার কার্যক্রম ১৪.০২.২০১৪ তারিখে শুরু হয়। আপনি রাঙামাটি শাখার ব্যবস্থাপক থাকাকালীন উক্ত শাখার অধিক্ষেত্র বর্হিভূত চট্টগ্রাম জেলার বাশঁখালী এলাকায় ইতিপূর্বে আনিত বিভাগীয় মামলা নং- ০৩/২০১৬তে ০৬টি (৫৪৯০, ৭১৩৮, ৭১৮৪, ৭৩৬২, ৭৪৮০, ৯৪৭৭) ঋণ হিসাবসহ মোট ৭৫টি ঋণ বিতরণ করেছেন। তবে বিভাগীয় মামলা ০৩/২০১৬ তে উক্ত ০৬টি ঋণ কেসের বিষয়ে কোন প্রকার তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়াই ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলওে উক্ত ঋণ হিসাব সমূহ অধিক্ষেত্র বহির্ভূত হওয়ায় উক্ত অভিযোগ অদ্যবদি বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান মামলায় উক্ত ০৬টি ঋণ হিসাব বিবেচনা না করলেও আপনি ৬৯টি ঋণ হিসাব অধিক্ষেত্র বহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরণ করে অপরাধ সংঘটিত করেছেন যা তদন্তে প্রমানিত হয়েছে।

০২। এক ব্যক্তিকে চারটিরও অধিক ঋণ গ্রহীতার জামিনদার হিসাবে গণ্য করে ঋণ প্রদান প্রসঙ্গেঃ

আপনি অত্র ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও পরিচালনা ম্যানুয়াল এর ৩(৩) নির্দেশনা ভঙ্গ করে জনাব মুনছুর আলমকে ০৯টি, জনাব আবু সৈয়দ ০৫টি, জনাব মোঃ শাহজাহান ০৫টি, জনাব আব্দুল জলিল মানিক ০৪টি এবং জনাব হাবিবুল্লাহকে ০৪টি ঋণ কেসের গ্যারান্টার হিসেবে ব্যবহার করে ঋণের টাকা বিতরণ করেছেন। একই ব্যক্তিকে এ ধরনের একাধিক (৪টি হতে ৯টি পর্যন্ত) ঋণের গ্যারান্টার দেখিয়ে ঋণ প্রদান করে আপনি ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও পরিচালনা ম্যানুয়ালের ৩(৩) নির্দেশনা সরাসরি লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। যা তদন্তে প্রমানিত হয়েছে।

০৩। ভূয়া গ্যারান্টর সংক্রান্ত অনিয়মঃ

আপনি ভূয়া গ্যারান্টার নিয়ে ঋণ বিতরণ করেছেন। বর্ণিত গ্যারান্টারদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে অধিকাংশ মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণিত ০৫ টি মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও মোবাইল নম্বরধারীর নামের সাথে গ্যারান্টারের নামের তফাৎ পাওয়া যায়, যার মধ্যে (১) ঋণ গ্রহীতা রেজাউল করিম-গ্যারান্টার-রুমি আক্তার, মোবাইল নং-০১৭৮৩৭২৯৮১০ (২) ঋণ গ্রহীতা মোঃ সেঁলিম-গ্যারান্টার-মোঃ করিম, ০১৮১৫৫০২৯৪১ (৩) ঋণ গ্রহীতা মোঃ সোহেল-গ্যারান্টার-মোঃ আতাউল, ০১৮২২২৩৮০৫৩ (৪) ঋণ গ্রহীতা মোঃ নুরুল আমিন-গ্যারান্টার-লোকমান, ০১৮২৯২৪৬৯২৩ (৫) ঋণ গ্রহীতা মোঃ নুরুল হোসেন- গ্যারান্টার-মোঃ মিজানুর রহমান, ০১৮৩৫২৬৭৭৮৩। ঋণের আবেদন ফরমে প্রদত্ত ছবি, তথ্যাদি, চেকের স্বাক্ষর ইত্যাদির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, ঋণ গ্রহীতাগণ গ্যারন্টারগণকে চিনেন না। আপনি জালিয়াতির মাধ্যমে এ ধরনের ভুয়া গ্যারান্টার নিয়ে ঋণ বিতরণ করে কর্তৃপক্ষের সহিত প্রতারণা করেছেন।

০৪। ভূয়া ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত অনিয়মঃ

আপনি ভূয়া ঋণ গ্রহীতা দেখিয়ে ঋণ বিতরণ করেছেন। গ্যারান্টারদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে নিম্নে বর্ণিত ০৫টি ঋণের গ্যারান্টারগণ জানান যে, তারা উক্ত ঋণ গ্রহীতাকে চেনে না। যেমন- ঋণ গ্রহীতা সৈয়দ আহমেদ (১২৬১২০০০৯৩৯), ঋণ গ্রহীতা জনাব আবদুল জব্বার (১২৬১২০০০১১৮৮৮), ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ মোরশেদুল আলম (১২৬১২০০০১১১৪৭), ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (১২৬১২০০০৭৬৯০) এবং ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (১২৬১২০০০৮০১৪। অর্থাৎ এই পাঁচটি ঋণের গ্যারান্টারগণ ঋণ গ্রহীতাগণকে চিনেন না। এরূপভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে এ ধরনের ভূয়া ঋণ বিতরণ করে আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণা করেছেন যা তদন্তে প্রমাণিত।

ফোন : +৮৮০২ ৮৩২২৮৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২ ৮৩২২৩২৮, E-mail: info@pkb.gov.bd, Web: www.pkb.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

০৫। গ্যারান্টরের সাথে যোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ বিতরণের অনিয়মঃ

আপনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ঋণ গ্রহীতার ভূয়া তথ্য সংগ্রহ করে ৯টি ঋণের গ্যারান্টার মুনছুর আলমের যোগসাজশে চেকের পাতা সংগ্রহ করে বাশঁখালিসহ বিভিন্ন অধিক্ষেত্র বর্হিভূত এলাকায় ঋণ প্রদান করেন। জালিয়াতির মাধ্যমে এ ধরনের ঋণ বিতরণ করে আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত অভিযোগ তদন্তে আপনার নিকট আত্মীয়ের ট্রাভেল এজেন্সি থেকে বিদেশগামী কর্মীদের পাসপোর্ট, ভিসা, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে মোহাম্মদ মনছুর আলমের যোগসাজশে জালিয়াতির আশ্রয়ে ঋণের টাকা আত্মসাৎ করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার পরিমাণ ৬৯টি ঋণ হিসাবের বিপরীতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত =৫০,৭৯,০১৯/- (পঞ্চাশ লক্ষ উনআশি হাজার উনিশ) টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা তদন্তে প্রমাণিত।

০৬। বিতরণকৃত ঋণের চেকের ফটোকপি নথিতে সংরক্ষণ না করার অনিয়মঃ

আপনি ঋণের বিতরণকৃত চেক ইস্যু রেজিষ্টারে ঋণ গ্রহীতা ও চেক গ্রহীতা হিসাবে একই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেও নথিতে চেকের কোন ফটোকপি সংরক্ষণ করা হয়নি যা গত ০২.০৮.২০১৬ তারিখের ৪৩/২০১৬ নং পরিপত্রের নির্দেশনা লংঘন করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি ভূয়া ঋণ বিতরণের তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে চেকের ফটোকপি নথিতে সংরক্ষণ না করে অসদাচরণ করেছেন যা তদন্তে প্রমাণিত।

০৭। গ্যারান্টারের ছবি ও স্বাক্ষর জাল সংক্রান্ত অনিয়মঃ

আপনি ৯টি ঋণের গ্যারান্টার জনাব মুনছুর আলমের সহিত যোগসাজশে জনাব শাহজাহানকে ৪টি ঋণের গ্যারান্টার করার কথা বলে ২৪টি চেকের পাতা নিয়েছেন। জনাব শাহজাহানের কথামত ৪টি ঋণের গ্যারান্টার হিসাবে ১২টি চেক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১২টি চেক দিয়ে ছবি ও স্বাক্ষর জাল করে চারটি ভূয়া ঋণ বিতরণ করেছেন। ঋণ আবেদন ফরমে গ্যারান্টার জনাব শাহজাহানের ছবি হিসাবে বিভিন্ন ফরমে বিভিন্ন জনের ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। ভূয়া ছবি ও স্বাক্ষর জাল করে জালিয়াতির মাধ্যমে এ ধরনের ভূয়া ঋণ বিতরণ করে আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণা করেছেন যা তদন্তে প্রমাণতি।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত ৭(সাত)টি অভিযোগ বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী র্কমর্কতার তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যাংক র্কতৃপক্ষ আপনাকে গত ০২.০৫.২০১৯ তারিখে ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.০৭০.০০১.১৮-১৮৬৩ নং স্মারকমূলে চূড়ান্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয় এবং আপনি জবাব প্রদান করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের ডিসিপ্লিনারি এ্যাকশন কমিটির সভার এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য প্রমাণ ও আপনার জবাব এবং তদন্তকারী র্কমর্কতার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আপনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (র্কমর্কতা ও র্কমচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর ৪০ (ক) (খ) ও (চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা', 'অসদাচরণ' ও 'অর্থ আত্মসাতের' অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় আপনাকে (জনাব এইচ.এম. বদরুদ্দৌজা, পিইও) উপরোক্ত ৭ (সাত)টি অপরাধ করার দায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (র্কমর্কতা ও র্কমচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর ৪০ (ক) (খ) ও (চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'দায়িত্ব পালনে অবহলো', 'অসদাচরণ' ও 'অর্থ আত্মসাতের' অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত প্রবিধানমালার ৪১ (১)(খ) (ঈ) বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চাকুরী হতে অদ্য (২৩.০৯.২০১৯) বরখাস্ত করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব এইচ.এম.বদরুদ্দৌজা
প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ অফিসার (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত)
পিতার নামঃ মৃত মোঃ নিজাম উদ্দিন
মাতাঃ মিসেস দিনারা বেগম
ঠিকানাঃ তবলছড়ি, ওয়াবদা কলোনি, ওয়ার্ড নং ৪
ডাকঘরঃ রাঙ্গামাটি, থানাঃ কোতোয়ালি
জেলাঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

নং-৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.৭০.০০৪.১৭-২১৬০

তারিখঃ ২৩.০৯.২০১৯

সদয় অবগতির জন্যঃ

০১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩. আইটি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৪. বিভাগীয় প্রধান, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ
(অদ্য তারিখ পর্যন্ত খোরপোষ ভাতাদি প্রদান এবং পরবর্তীতে বেতন বন্ধ রাখার জন্য)
০৫. অফিস কপি।

(দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন : +৮৮০২ ৮৩২২৮৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২ ৮৩২২৩২৮, E-mail: info@pkb.gov.bd, Web: www.pkb.gov.bd